বর্তমান সরকারের গত ২০০৯-২০১৬ সালের ০৮ (আট) বছরের অর্জন বিষয়ে প্রতিবেদন

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কার্যক্রমঃ দেশের স্বল্প ও নিম্নআয়ের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে নানা প্রকার খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে যেমন-খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়। বিগত ০৮ (আট) বছরব্যাপী বাজারে খাদ্য মূল্য উর্ধ্বমুখী শুরু হওয়া মাত্র এ কর্মসূচির অধীনে চাল এবং বছরব্যাপী আটা বিক্রয় কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। এ খাতে প্রতিকেজি চালের বিক্রয় মূল্য ১৫/- টাকা এবং প্রতিকেজি আটার বিক্রয় মূল্য ১৭/- টাকা নির্ধারিত ছিল। বিগত ০৮ (আট) বছরে ওএমএস খাতে মোট ১৭.৭৯ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১১.৭১ লাখ মেট্রিক টন গমের আনুপাতিক পরিমাণ (৭৫/ ৭৭%) ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। সুপরিকল্পিতভাবে ওএমএস খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য ও প্রাপ্যতা স্থিতিশীল ছিল বিধায় সরকারের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে।

২। **খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ** ২০১০ সালে সরকার প্রথম বারের মত দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠির জন্য সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি চালু করে। প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচির অধীনে মহানগর, জেলা সদর, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় ৭৭ লাখ পরিবারকে তালিকাভূক্ত করা হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ১ লাখ ১৮ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ৩৭ হাজার ৭৭০ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়। একই কর্মসূচির অধীনে ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারি, গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) এবং গামেন্টস শ্রমিকগণকে অন্তর্ভূক্ত করে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৫৫৮টি পরিবারকে ৬৫ হাজার ৫৫০ মেট্রিক টন চাল খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে এ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' নামে পুনরায় চালু করা হয়। বছরে কর্মভাবকালে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল এ ০৫ (পাঁচ) মাস এ কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। সুবিধাভোগী হিসেবে বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্নআয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ পরিবার তালিকাভূক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এ যাবৎ ৪৯,১৩,৫৪৭টি পরিবারকে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। গত ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাসে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেছেন। এ খাতে প্রতিকেজি চালের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ১০/-টাকা। বাজারমূল্যের তুলনায় নামমাত্র মূল্যে মাত্র ৩০০ (তিনশত) টাকায় বস্তাসহ প্রতি পরিবারকে ৩০ কেজি চাল সরবরাহ করায় কর্মাভাবকালে প্রায় ৫০ লাখ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সক্ষম হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

৩। **অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহঃ** কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষতঃ দানাশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় দেশে চালের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দেশ চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে ২০১২ সালের পর হতে সরকার বিদেশ থেকে কোন চাল আমদানি করেনি। পাশাপাশি কৃষকগণকে প্রণোদনা মূল্য প্রদান করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সর্বদা উৎসাহিত করেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে উপকরণে ভর্তুকি প্রদানের পাশাপাশি পণ্য বিক্রয়েও সরকার প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিশেষতঃ সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ধান এবং পরোক্ষ সহযোগীতা হিসেবে চালকল মালিকদের নিকট থেকে চাল ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিগত ০৮ (আট) বছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে বোরো ও আমন মৌসুমে মোট ৮৬ লাখ ৩০ হাজার ৪২১ মেট্রিক টন চাল, ১০ লাখ ২৩ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়। গম কর্তন মৌসুমে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে গত ০৮ (আট) বছরে ০৮ লাখ ৬৩ হাজার ৭০৭ মেট্রিক টন গম ক্রয় করা হয়। ২০১৬ সালের বোরো মৌসুম হতে কৃষকের প্রণোদনা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে সর্বাধিক

৭.০০ (সাত) লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ৬ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন (প্রায়) ধান ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত ধানের মূল্য সরাসরি কৃষকের ব্যাংক হিসেবে জমা হওয়ায় মধ্যসত্বভোগীরা সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রমে সুযোগ গ্রহণ বা কৃষককে বঞ্চিত করতে পারেনি। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমাগতভাবে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বাজারে চালের সহজলভ্যতা পর্যবেক্ষণ এবং সরকারি গুদামে চালের মজুদ সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় ২০১৪ সালে জি টু জি পর্যায়ে প্রথম বারের মত শ্রীলংকায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়। ২০১৫ সালে নেপাল ভূমিকম্পে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হলে বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে সরকারি ভান্ডার হতে নেপালের জনগণের জন্য ১০ (দশ) হাজার মেট্রিক টন চাল সাহায্য হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

৪। **খাদ্য গুদাম নির্মাণঃ** বিগত জোট সরকারের আমলে খাদ্য গুদাম নির্মাণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গৃহিত না হওয়ায় কার্যতঃ দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঝুকিপূর্ণ ছিল। এ সময়ে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ছিল ১৪.৫০ লাখ মেট্রিক টন (প্রায়)। ২০০৯ সালে গঠিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গুদাম নির্মাণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। দেশের উত্তরাঞ্চলে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ১.১০ লাখ মট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, সমগ্র দেশে ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রাম ০.৮৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, মংলা বন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় আধুনিক সরকারি ময়দা মিল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসহ প্রায় ৪.১৪ লাখ মেট্রিক টন নতুন গুদাম নির্মাণ করায় গুদামের ধারণক্ষমতা ২০.৪০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরের পোস্তগোলায় প্রতিদিন ২০০ মেট্রিক টন ক্রাশিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১৬২টি নতুন খাদ্য গুদাম, কৌশলগত ৮টি স্থানে ৬টি চালের এবং ২টি গমের জন্য মোট ০৮ (আট)টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

৫। **খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক পরিকল্পনাঃ** কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (BCIP) ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৪.১৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে ৮.৮৪ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পাওয়া গেছে।

৬। **ফুড কম্পোজিশন টেবিল প্রকাশ এবং অবহিতকরণঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং FAO কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় খাদ্যনীতি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (NFPCSP) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এবং সেন্টার ফর এডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্স এর যৌথ গবেষণার মাধ্যমে 'ফুড কম্পোজিশন টেবিল' প্রকাশ করা হয়েছে । 'ফুড কম্পোজিশন টেবিল' সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, 'ফুড কম্পোজিশন টেবিল' ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগ এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় যুগোপযোগী সুষম খাদ্য গ্রহণে 'জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা' নামে ২০১৫ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। ফুড কম্পোজিশন টেবিল এবং জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা অনুসরণে দেশের মানুষের পুষ্টি পরিস্থিত দ্রুত উন্নতি হবে মর্মে আশা করা যায়।

৭। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩: নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্যতাকে বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে কার্যকর এ আইনের আওতায় সরকার ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলি সমন্বয় সাধন করা এ কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব। একজন চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করেছে। সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব ও পাঁচ জন উপ-সচিব যথাক্রমে কর্তৃপক্ষের সচিব ও পাঁচটি পরিচালক পদে নিযুক্ত হয়ে কর্তৃপক্ষের কার্যে সহায়তা প্রদান করছেন।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪ নামে একটি বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনটির অধীনে ৬৪টি জেলার ১নং সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত) এবং ৬টি মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ০১টি করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত ৭০টি আদালতে নিরাপদ খাদ্য আইনের অধীনে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পিপিদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ২০০ জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও ৩ জন খাদ্য বিশ্লেষককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কয়েকটি প্রবিধানমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

উক্ত প্রবিধানমালাসমূহ কার্যকর হলে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের বিশুদ্ধ ও ভেজালমুক্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

০৮.০৬.২০১৭
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব (সমঃ ও সং)
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।